আমার মা

হাছিনা আক্তার মিনি

আমার মা– বিশ্ব জননী,
শুধু আমার নয়, তিনি যেন
সারা বিশ্বের সব শিশু-কিশোরেরই মা,
মমতার এক মূর্ত প্রতীক;
এই মহিয়সী জননীর বুকের মাঝে,
পাহাড়ী ঝর্নার মতো এক নির্মল
স্নেহের ধারা বয়ে যায় নিশিদিন।
এক অভাবনীয় মাতৃত্ববোধ প্রগাঢ়ভাবে
আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁর অস্তিত্বকে।

এই বিভক্ত সমাজের নানা বর্ণের, নানা ধর্মের
মানুষের মাঝে তিনি কখনো টানেননি
কোনো বিভেদের রেখা।
অকাতরে মাতৃস্নেহ বিলিয়ে যান
ছোট-বড়, গরীব-ধনী, ঘরের-পরের সবার মাঝে।
ধর্ম, কুসংস্কার কোনোটাই তাঁর মমতা, হৃদ্যতাকে
দাবিয়ে রাখতে পারেনি কখনও।
তিনি ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা;
অম্লান বদনে সয়ে যান সব দুঃখ-যন্ত্রণা,
অপমান-বঞ্চনা আর দুর্দশারা
তাঁর চিরচারিত স্বভাবে কখনও পারেনি
এতটুকুও ছেদ টানতে...
কেউ তাঁকে দুঃখ দিলে, অপমান করলে, আঘাতে জর্জরিত করলেও
কখনও তাকে দেননা অভিশাপ,
বরং আল্লাহ্‌কে বলেন, 'একে তুমি সংশোধন করে দাও'
আঘাত পেয়ে দূরে সরিয়ে দেননি কাউকে কখন।

বিধাতার উপর অপরিসীম বিশ্বাস তাঁর,
যা কিছু পান– সেটা যদি দুঃখ-কষ্টও হয়
কিংবা কিছুই না পান– যা কিছু চেয়েছিলেন;
তারপরও সন্তুষ্ট থাকেন তিনি, "এরচেয়ে খারাপ কিছু হতে
পারত, মহান স্রষ্টা রক্ষা করেছেন তাঁর দয়া দিয়ে"।
তিনিই শিখিয়েছেন সব সময় নিচের দিকে তাকাবে
যে তোমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে...
খোদার কাছে শোকরিয়া করবে তিনি তোমাকে
অন্যদের চেয়ে ভাল রেখেছেন বলে...'
"বিপদে ধৈর্য্য হারা হবে না–
যিনি বিপদ দিয়েছেন তাঁর সাহায্য চাও
তিনি রক্ষা করবেন তোমায়..."
মহত্ব এবং সততার প্রশ্নে... তাঁর উপদেশ
উপরের দিকে তাকাবে, চেষ্টা করবে তাঁদের ছুঁতে

‘যারা তোমার চেয়ে বেশি সৎ, মহৎ, ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী।’
তাঁর কাছেই শেখা ‘ভোগে সুখ নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ’।
তিনিই শিখিয়েছেন মানুষকে ভালবাসতে,
সম্মান করতে এবং ক্ষমা করতে।
সেবায়ও তিনি অতুলনীয়া
অসুস্থ্য, শয্যাশায়ী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবায়
রাত কাটিয়েছেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো,
নাওয়া খাওয়া ভুলে...যুগের পর যুগ (দীর্ঘ ২৭ বছরের)
দুহাত তুলে দোয়া করেছেন তাঁরা ‘মা’কে
“আল্লাহ্ স্বর্গে তুলবে তোমাকে মা...নিজের মেয়ে
কখনও যা করতে পারে না– তুমি তাই করেছো”।
আত্মীয়-পরিজনের কৃতজ্ঞতাভরা বক্তব্য-
“নিজের মায়ের কাছে, বোনের কাছে, মেয়ের কাছে বা
ছেলের বউয়ের কাছে যে মমতা- যে যত্ন
পাইনি কখনও, এই অসামন্য নারী তাই”
দিয়েছেন দুহাত ভরে, তিনিই আমাদের মা, তিনিই সব...
পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য, সব সুখ
নিতান্তই তুচ্ছ, তাঁর মমতা আর ঋণের কাছে।
এই ধরার মহামূল্যবান রত্ন– মা
সারা দুনিয়ার সব অর্থ-বিত্ত তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে দিলেও
যেন কিছুতেই তাঁর প্রতিদান দেয়া যাবে না কখনও।
এই পৃথিবীতে আসা, তাঁর দেহের ছোট্ট রক্তবিন্দু থেকে-
আজকের এই পরিপূর্ণ মানুষ, শিক্ষা, সফলতা
সব, সব কিছুই তাঁর কৃতিত্ব, মমতা, ত্যাগ
আর আশীর্বাদের ফসল।
এক অপার্থিবতার ছাপ, স্বর্গলোকের দ্যুতি খেলা করে
তাঁর অবয়বে সর্বদা;
অন্তর যার অতুলনীয় মানবীয় গুণের ভান্ডার
সেই গরিয়সী নারী
আমার গর্ভধারিণী।
জীবনকে উপলব্ধি করার শুরু থেকে বুঝতে পারছি
পৃথিবীর সুন্দরতম, মধুরতম শব্দ
মানুষের জন্য বিধাতার শ্রেষ্ঠ উপহার ‘মা’
এ নামে শুধু তাকেই মানায়
তিনি স্বর্গের দেবী
সোনার প্রতিমা।
তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়ে অনুভব করছি
জীবনের স্বার্থকতা।
তাই বিধাতার কাছে একান্ত ভাবে চাইছি-
তাঁর মতো মহিয়সী নারীর আগমন,
যুগে যুগে ধন্য করুক
পৃথিবীর মানুষ আর মাটিকে।